সংবাদ

তারিখ 2 9 APR 2007
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ৩

শিক্ষা সম্পর্কিত গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা

দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করতে জাতীয় শিক্ষানীতি চাই

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রাজধানীতে আয়োজিত শিক্ষা সম্পর্কিত এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা বলেছেন, আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করতে সর্বস্তরের নাগরিকের অংশগ্রহণে একটি সমন্বিত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ করতে হবে। আর দেরি না করেই বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। আগামীতে নির্বাচিত সরকার সেই উদ্যোগকে কার্যকর করবে। শিক্ষার মানোন্নয়ন ছাড়া জাতীয় অগ্রগতি সম্ভব না বলেও তারা মন্তব্য করেন।

গণসাক্ষরতা অভিযান, দি ডেইলি স্টার, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট (বিইউ-আইইডি) এবং ইনেস্কো বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে হোটেল শেরাটনে গতকাল শনিবার সকালে এই গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে গ্লোবাল একশন সপ্তাহ-২০০৭ উপলক্ষে এ গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করা হয়। বিশ্বের ১৮০টি দেশের মতো বাংলাদেশেও 'শিক্ষা আমার অধিকার' এই স্লোগানকে সামনে রেখে গ্লোবাল একশন সপ্তাহ পালিত হচ্ছে।

বৈঠকে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম। আলোচনায় অংশ নেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা কাজী ফজলুর রহমান, আওয়ামী লীগ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক, জোট সরকারের

দেশকে : পৃঃ ২ কঃ ৭

দেশকে নিরক্ষরমুক্ত

(১২ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষামন্ত্রী ড. এসমান ফারুক, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. আকবর আলি খান ও সিএম শফি সামি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর জিল্লুর রহমান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব এম মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান, এডিও ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. সাদাত হোসেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম, মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আয়েশা খানম, একশন এইডের কান্ট্রি ডিরেক্টর শোয়েব সিদ্দিকী, মানুষের জন্য'র টিম লিডার শাহীন আনাম, আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, কোয়ালিশন ফোরাম দা আরবান পুওর'র নির্বাহী পরিচালক মোস্তফা কাইয়ুম খান, বিইউ-আইইডি পরিচালক ড. মনজুর আহমেদ, গণসাক্ষরতা অভিযানের পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী ও সাংবাদিক আবদুল কাইয়ুম।

বৈঠকে কাজী ফজলুর রহমান শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, শিক্ষার অগ্রগতির জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। আমাদের দেশে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিগত সরকারের নেয়া সব পদক্ষেপ পাল্টে ফেলা হয়। এতে কাজ বাধাগ্রস্ত হয়। এই প্রবণতা পরিহার করতে হবে। তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে এএসএইচকে সাদেক বলেন, শিক্ষা হচ্ছে রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং রাজনৈতিক সরকারই এটা করবে। কিন্তু আমরা কি চাচ্ছি সেটা এই মুহূর্তে স্পষ্ট করতে হবে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছিল। মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নে উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সরকার এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তিনি গণমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐকমত্য গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

ড. এসমান ফারুক বলেন, জোট সরকার কোয়ালিটি সম্পন্ন শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিল। এক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার অধীনে নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, রাজনীতিবিদরাই শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করবে। অতীতেও তাই হয়েছে। তবে, নেতাদের দলীয় আনুগত্য পরিহার করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে শিশুদের বাধা কোথায় তা চিহ্নিত করে পদক্ষেপ নিতে হবে।

শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্যের কথা তুলে ধরে ড. আকবর আলি খান বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া শিক্ষার হার বাড়ানো সম্ভব না। আর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কারিগরি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়া দরকার। তিনি বলেন, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাবে আদিবাসী, শিশু শ্রমিক, প্রতিবন্ধীসহ নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ শিক্ষা বঞ্চিত। অঞ্চল ভেদে শিক্ষার বৈষম্য রয়েছে। আগামীতে লক্ষ্য অর্জনে এ বৈষম্যের অবসান ঘটাতে হবে।

সিএম শফি সামি দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করতে সামাজিক ঐকমত্য সৃষ্টির প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেহেতু বেশি দিন থাকছে, সেহেতু এ সরকারকে শিক্ষার উন্নয়নে উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে কীভাবে বিদেশী সাহায্য বাড়ানোর যায় সে ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি আহ্বান জানান।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, একদিন কমিউনিটি লিডাররাই প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলো এবং তারাই এটা দেখাশোনা করতো। কিন্তু সরকারি হয়ে যাওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে বিপত্তি ঘটেছে। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে কমিউনিটি লিডারদের সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

আয়েশা খান বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যেন জঙ্গি, নারী নির্যাতনকারী ও সমাজ বিরোধীদের সৃষ্টি না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। তিনি সুনির্দিষ্ট দর্শনের আলোকে শিক্ষানীতি প্রণয়নের আহ্বান জানান।

বৈঠকে আলোচকরা ২০১৫ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ নেয়ার সুপারিশ করেন। একই সঙ্গে লক্ষ্য অর্জনে আগামীতে ধারাবাহিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ারও আহ্বান জানান।